জয় বাংলা

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

জয় বঙ্গবন্ধু

নৌকা কেন?

১৯৭০ সালে
নৌকায় ভোট দিয়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি
নৌকা স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক
১৯৯৬ সালে নৌকায় ভোট দিয়ে
জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

এ নৌকা বঙ্গবন্ধুর, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানীর

এবার নৌকায় ভোট নিশ্চিত করবে অর্থনৈতিক মুক্তি

এক নজরে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সরকারের আমল: তুলনামূলক চিত্র

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ বছর (২০০০-২০০১)	বিএনপি সরকারের শেষ বছর (১৯৯৫-১৯৯৬)
১.	খাদ্যশস্য উৎপাদন	২ কোটি ৭০ লক্ষ মেট্রিক টন	১ কোটি ৯১ লক্ষ মেট্রিক টন
২.	ছোট-বড়-মাঝারি নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপন	১ লক্ষ ৬ হাজার ৭৭৯ টি	নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য নেই
৩.	চলতি বাজার মূল্যে মোট জাতীয় উৎপাদন	২,৫৮,০৬৮ কোটি টাকা	১,৬৬,৩২৪ কোটি টাকা
৪.	চলতি বাজার মূল্যে মাথাপিছু উৎপাদন বা আয়	১৯,৬৩২ টাকা	১৩,৬২২ টাকা
৫.	জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার	৬.৪ শতাংশ	৪.৬ শতাংশ
৬.	জাতীয় সঞ্চয়ের হার	২৩.৭৮ শতাংশ	২০.১৭ শতাংশ
৭.	বিনিয়োগের হার	২৩.৬৩ শতাংশ	১৯.৯৯ শতাংশ
৮.	বেসরকারি বিনিয়োগের হার	১৫.৭২ শতাংশ	১৩.৫৮ শতাংশ
৯.	মূল্যস্ফীতি	১.৫৯ শতাংশ	৬.৬৫ শতাংশ
১০.	রাজস্ব আয়	২৪,১৭৩ কোটি টাকা	১৫,৫১২ কোটি টাকা
১১.	রাজস্ব ব্যয়	২০,৬৬২ কোটি টাকা	১১,৮১৪ কোটি টাকা
১২.	উন্নয়ন ব্যয়	১৮,২০০ কোটি টাকা	১০,০১৬ কোটি টাকা
১৩.	মোট রপ্তানি আয়	৩৮,৬৮৬ কোটি টাকা	১৫,৮৫৪ কোটি টাকা
১৪.	মোট আমদানি ব্যয়	৫,৩০১২ কোটি টাকা	৪,০৫৯৪ কোটি টাকা
১৫.	মোট জনশক্তি রপ্তানি	২,৪৮,০০০ জন	১,৮১,০০০ জন
১৬.	বিদেশে চাকুরিরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ	১১,০২০ কোটি টাকা	৪,৯৪১ কোটি টাকা
১৭.	দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারি জনসংখ্যা	৪৪.৯ শতাংশ	৪৭.৯ শতাংশ
১৮.	গড় বাৎসরিক কৃষি ঋণ বিতরণ	২,৩৯৫ কোটি টাকা	১,১৯৫ কোটি টাকা
১৯.	চার বছরে সার আমদানিতে ভর্তুকি	৫১১ কোটি টাকা	কোনো ভর্তুকি দেয়া হয়নি
২০.	খাস জমি প্রাপ্ত ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা	১,০১,৬১৬ টি	কেউ পায়নি
২১.	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	১৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ	এরকম কোনো প্রকল্প ছিল না
২২.	দরিদ্র মানুষদের জন্য 'বয়স্ক ভাতা'	৪,১৩,১৯০ জন পাচ্ছেন	কেউ পেত না
২৩.	'দুস্থ মহিলা ভাতা'	২,০০,০০০ জন পাচ্ছেন	কেউ পেত না
২৪.	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আজীবন মাসিক ভাতা	প্রত্যেককে ৩০০ টাকা হারে	কোনো ভাতার ব্যবস্থা ছিল না
২৫.	মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের চাকুরির কোটা সংরক্ষণ	শতকরা ৩০ ভাগ	কোনো কোটা ব্যবস্থা ছিল না
২৬.	'আশ্রয়ণ প্রকল্পে' বাসস্থান ও ঋণ পেয়েছে	২ লক্ষ মানুষ ও ১৮ কোটি টাকা	কেউ পায়নি
২৭.	'আদর্শ গ্রামে' পুনর্বাসিত ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা	৪৫,০০০ টি ভূমিহীন পরিবার	পুনর্বাসনের ব্যবস্থাই ছিল না
২৯.	বস্তিবাসীদের জন্য 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচি	গ্রামে ফিরেছে ১৫ হাজার পরিবার	কোনো কর্মসূচি ছিল না
৩০.	বেকার যুব শক্তির জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংক স্থাপন	১০১ টি শাখা	এরূপ কোনো ব্যাংক ছিল না
৩১.	সাক্ষরতার হার	৬৫ শতাংশ	৪৪ শতাংশ
৩২.	প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা	৬২,০০০ টি	৬০,০০০ টি
৩৩.	মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা	১৬,৮৮২ টি	১২,৬১৫ টি
৩৪.	সাধারণ কলেজের সংখ্যা	২,২৯৫ টি	১,২৭৪ টি
৩৫.	মাদ্রাসার সংখ্যা	৭,১৪৬টি	৫৯৭৭টি
৩৬.	মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য বরাদ্দ	২৫ কোটি টাকা	৯ কোটি টাকা
৩৭.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৩ টি	১টি
৩৮.	চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়	১টি	ছিল না
৩৯.	সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়	৮টি	৬টি
৪০.	বেসরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়	১৬ টি	১০ টি
৪১.	কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৩টি	১টি
৪২.	বেসরকারি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়	২ টি	ছিল না
৪৩.	সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়	২২ টি	১৮ টি
৪৪.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগ	৩১,০০০ জন	কোনো শিক্ষক নিয়োগ হয়নি
৪৫.	শিশু মৃত্যুর হার	৫৭ শতাংশ	৭২ শতাংশ
৫৬.	গড় আয়ু	৬২ বছর	৫৮.৭ বছর
৪৭.	সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা	৩৫,৩৭২ টি	২৮,২০৪ টি
৪৮.	রেজিস্টার্ড ডাক্তারের সংখ্যা	৩০,৮৬৪ জন	২৪,৩৩৮ জন
৪৯.	কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ ও নির্মাণাধীন	১৮ হাজার	ছিল না
৫০.	বিদ্যুৎ উৎপাদন	৩,৮০৩ মেগাওয়াট	১,৬০০ মেগাওয়াট
৫১.	বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী লোকের সংখ্যা শতকরা	৩০ জন শতকরা	১৫ জন
৫২.	প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন	১০০ কোটি ঘন ফুট	৭০ কোটি ঘন ফুট
৫৩.	টেলিফোন সংযোগ (টিএন্ডটি)	৬,১৬,০৪২ টি	৩,৮৭,৭৬৯ টি
৫৪.	মোবাইল টেলিফোন	২,৪২,৬৫০ টি	২১,০০০ টি
৫৫.	পাকা সড়ক	৩৭,৪৭৪ কিলোমিটার	২২,৩৪৬ কিলোমিটার
৫৬.	কাঁচা রাস্তা	৪৩,০০০ কিলোমিটার	৭১১৮ কিলোমিটার
৫৭.	বাঁধ নির্মাণ (সড়ক ও জনপথ বিভাগের)	৩৭৬৬ কিলোমিটার	১৩,৬৫ কিলোমিটার
৫৮.	স্থায়ী সেতু (সড়কও জনপথ বিভাগের)	১৩,৮১৩.১৬ মিটার	১,০৮৫ মিটার
৫৯.	বেইলি সেতু (সড়ক ও জনপথ বিভাগের)	২৬,৩৭৫.৮৬ মিটার	১৮,৬১৭ মিটার
৬০.	কালভার্ট (সড়ক ও জনপথ বিভাগের)	৬,১৮৮.২৬ মিটার	২,০৩৫ মিটার
৬১.	ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ (এলজিইডি)	২৮,০৪৯ টি	৯,০৪৯টি
৬২.	ক্ষুদ্র সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ (এলজিইডি)	১,০৮,০৪৮হেক্টর	২,৬০০ হেক্টর
৬৩.	ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ	৯৩টি	একটিও নির্মিত হয়নি

তথ্য সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী ২০০০-২০০১

দেশবাসীর উদ্দেশ্যে

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী

শেখ হাসিনার আকুল আবেদন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলাইকুম। আগামী পহেলা অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে আপনারা আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে আপনারা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে রায় দিয়ে দেশসেবার সুযোগ দেয়ায় আপনাদের প্রতি জানাচ্ছি গভীর কৃতজ্ঞতা। এই প্রথম একটি নির্বাচিত সরকার তার পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছে। আপনারা দেখেছেন বিগত পাঁচটি বছর আপনাদের আস্থা, ভালোবাসা ও রায়ের মর্যাদা রক্ষায় এবং আমাদের অঙ্গীকার পূরণে আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। কতটুকু সফল হয়েছি, সে বিচারের ভার আপনাদের।

আপনাদের জানা আছে দীর্ঘ ২১ বছরের স্বৈরশাসনের পুঞ্জীভূত সমস্যা ও জঞ্জাল সাফ করে আমাদের অগ্রসর হতে হয়েছে। অর্জিত গণতন্ত্রকে সুসংহত করা এবং মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার নিশ্চিত করাই ছিল আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব। আমরা স্বাধীনতার আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছি এবং দেশ পরিচালনায় অনুসরণ করেছি জাতীয় ঐকমত্যের নীতি। দলীয় ব্যক্তিকে না করে আমরা নির্দলীয় জাতীয় ব্যক্তিত্ব বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করেছি। আমরাই প্রথম সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু ও সংসদ সদস্যদের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান করা সহ সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করেছি। বিএনপি আমলের ৪০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি পূরণ করে আমাদের সরকারের আমলেই প্রথমবারের মতো দেশ খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছে। স্থাপিত হয়েছে এক লক্ষাধিক ছোট-বড় কল-কারখানা। সম্ভব হয়েছে বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে সচল করে সর্বোচ্চ প্রায় সাড়ে ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন। দরিদ্র মানুষের কল্যাণে গ্রহণ করা হয়েছে বয়স্ক ভাতা, দুস্থ মহিলা ভাতা, ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, আশ্রয়ণ, আদর্শগ্রাম ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়তে না দিয়ে তা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা হয়েছে। সাফল্যের সঙ্গে ১৯৯৮-এর প্রলয়ঙ্করী বন্যা মোকাবেলা, শিক্ষার হার ৪৪ থেকে ৬৫ শতাংশে উন্নীতকরণ, ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন এবং সরকারি উচ্চপদে মহিলাদের নিয়োগসহ নারীর ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি, ভারতের কাছ থেকে গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করে ৩০ বছর মেয়াদী পানি বন্টন চুক্তি সম্পন্ন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি সম্পাদন এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা লাভ বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের নতুন পরিচয় তুলে ধরেছে। যমুনা নদীতে বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণসহ দেশে ১৯ হাজার সেতু, বেইলি ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ, প্রায় ১৬ হাজার কিলোমিটার পাকা রাস্তা এবং ৩৬ হাজার কিলোমিটার মাটির রাস্তা নির্মাণ, ৬ লক্ষ নতুন টেলিফোন সংযোগ প্রদান, ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ, ১৪ হাজার গ্রামে বিদ্যুতায়ন এসবই আমাদের সরকারের যুগান্তকারী সাফল্য। শিক্ষক, শ্রমিক, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, ৩১ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ, প্রতিবন্ধীদের জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা প্রদান, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ, কুখ্যাত অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল, শিল্পী-সাহিত্যিকদের জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনদের জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, বেকার যুবকদের জন্য 'কর্মসংস্থান ব্যাংক' স্থাপন, বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটের মর্যাদা লাভ, প্রতিরক্ষা বাহিনীর আধুনিকায়ন এবং সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি আওয়ামী লীগ সরকারের সাফল্যের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখা, কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার, সন্ত্রাস দমনসহ সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি এবং অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন বাতিল করে আমরা আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি। এছাড়া অর্থনৈতিক কূটনীতির মাধ্যমে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য বিশ্বব্যাপী হয়েছে প্রশংসিত। অমিত সম্ভবনাময় দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

আমি জানি, আমাদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও আপনাদের সব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মাত্র পাঁচ বছর সময়ে দেশের ২১ বছরের পুঞ্জীভূত সকল সমস্যার সমাধান যে সম্ভব নয়, সে কথা বোধ করি ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। আমরা দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণের পর মুহূর্ত থেকেই বিরোধীদল অসহযোগিতার পথ গ্রহণ করে। তারা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে এই সরকারকে শান্তিতে থাকতে দেয়া হবে না। দেশের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করা এবং একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে অতীতের মতো পেছন দরোজা দিয়ে ক্ষমতায় আসার জন্য তারা কোনো ইস্যু ছাড়াই ষড়যন্ত্রমূলক আন্দোলনের নামে সংসদ বর্জন, হরতাল, বোমাবাজি ও হত্যা-সন্ত্রাসের পথ গ্রহণ করে। এখনো তারা ষড়যন্ত্রের এই ধারা থেকে ফিরে আসেনি। বস্তুত বিরোধী দলের সহযোগিতা পেলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিসহ দেশের উন্নয়নে আমরা আরো বেশি সফলতা অর্জন করতে পারতাম।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আমরা যেসব অঙ্গীকার করেছিলাম, গত পাঁচ বছরে আমরা তা পূরণ করার চেষ্টা করেছি। এবারের নির্বাচন উপলক্ষে আমরা ইতোমধ্যে অর্থনৈতিক মুক্তির ২১-দফা কর্মসূচি দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন করেছি। আমরা চাই একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এক উন্নত, সমৃদ্ধিশালী আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে। আমি আমাদের সূচিত উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা এবং দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি ও একটি সুখী, সুন্দর, সমৃদ্ধিশালী আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২১-দফা কর্মসূচির প্রতি আপনাদের সমর্থন ও রায় কামনা করছি।

আপনারা জানেন, দেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও উন্নয়ন-বিরোধী অশুভ শক্তিগুলি আজ জোটবদ্ধ হয়েছে। এরা দেশকে পুনরায় '৭৫-পরবর্তী স্বৈরশাসনের ধারায় ফিরিয়ে নিতে চায়। এদের হাত থেকে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে রক্ষা করতে হবে। দেশের কল্যাণে আজ আমি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। ব্যক্তিগতভাবে দেশ ও জনগণের মঙ্গল ছাড়া আমার আর কিছুই চাওয়া-পাওয়ার নেই। জীবনের সবচেয়ে বড়ো পাওয়া দেশবাসীর আস্থা ও ভালোবাসা আমি পেয়েছি। আমার বাবা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশবাসীর আস্থা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য কেবল সারা জীবন সংগ্রামই করেননি, জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। আমিও আমার পিতার মতো আপনাদের আস্থা ও ভালোবাসার মর্যাদা রক্ষা করার জন্য সারা জীবন চেষ্টা করেছি। অশুভ শক্তির ভয়াবহ বিপদ থেকে দেশ বাঁচাতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে আর একবার দেশসেবার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আপনাদের প্রতি সবিনয়ে আবেদন জানাচ্ছি। আপনারা আমাকে ও আমার দলকে আর একবার দেশসেবার সুযোগ দিলে ইনশাল্লাহ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলে এদেশের দুখী মানুষের মুখে আমরা হাসি ফোটাতে পারবো। আমি আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে আপনার মূল্যবান ভোট কামনা করছি। আমি এবং আমার দল আপনার সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা ও দোয়া চাই। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন। জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। খোদা হাফেজ।

(শেখ হাসিনা)
সভানেত্রী
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের ২১ দফা অঙ্গীকার

১. গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ: সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনকে আরো বিকশিত, সুসংহত ও দৃঢ়মূল করা হবে। জাতীয় সংসদই হবে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু।

২. সুশাসন ও প্রশাসনিক সংস্কার: দেশে সুশাসন কায়েমের লক্ষ্যে সর্বস্তরে দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে একটি আধুনিক, দুর্নীতিমুক্ত ও গণমুখী প্রশাসন গড়ে তোলা হবে। সরকারী চাকুরির বয়সসীমা পর্যায়ক্রমে ৬০ বছরে উন্নীত করা হবে।

৩. আইন-শৃঙ্খলা ও দুর্নীতি: সন্ত্রাস নির্মূল, আইন- শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও নাগরিক জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধানে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ও একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কাউন্সিল গঠন করা হবে।

৪. দারিদ্র বিমোচন: দারিদ্র বিমোচনের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হবে। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও দুস্থ মহিলা ভাতা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় ভাতা প্রদান কর্মসূচি অব্যাহত ও সম্প্রসারিত করা হবে। 'একটি বাড়ি একটি খামার' কর্মসূচি বাস্তবায়ন ' বেকার যুবশক্তির কর্মসংস্থান, ছিন্নমূলদের আদর্শ গ্রামে পুনর্বাসন, বস্তিবাসীদের 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচি সম্প্রসারণসহ পর্যায়ক্রমে সকলের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। ভিক্ষাবৃত্তি রোধে পুনর্বাসন কর্মসূচি নেয়া হবে।

৫. কৃষকের স্বার্থ ও কৃষির আধুনিকায়ন: কৃষকদের ন্যায্যমূল্যে সার, উচ্চ ফলনশীল বীজ, কীটনাশক, সেচের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ এবং প্রয়োজনীয় ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত থাকবে। খাদ্যশস্যের পাশাপাশি মাছ, দুধ, ডিম, মাংস প্রভৃতি ক্ষেত্রেও স্বয়ম্ভরতা অর্জন এবং উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখা হবে। কৃষি পণ্যের লাভজনক মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। 'ভূমিনীতি'র বাস্তবায়ন, ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ অব্যাহত থাকবে।

৬. শিল্প ও বাণিজ্য: দেশের দ্রুত শিল্পায়ন, বিশেষ করে রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশ সাধন ও কৃষি-নির্ভর শিল্প গড়ে তোলা হবে। শিল্পে ব্যক্তি উদ্যোগ, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে। স্বল্পতম সময়ে মেরিন ক্যাবল লাইনের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলা হবে এবং আইটি শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। কুটির শিল্পের সহায়তার জন্য একটি 'তাঁত ব্যাংক' স্থাপন করা হবে।

৭. শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন: ২০০৩ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতা মুক্ত করা হবে। বিজ্ঞানভিত্তিক গণমুখী জাতীয় শিক্ষানীতিকে বাস্তবে রূপদান ও শিক্ষার মানোন্নয়নে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। নারী-শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ অগ্রাধিকার এবং ডিগ্রি পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দেয়া হবে। শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি অনুদান ১০০ ভাগে উন্নীতকরণ ও শিক্ষকদের জন্য পৃথক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করা হবে। জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ, দেশের সকল অঞ্চলে সংস্কৃতি চর্চার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে। কোরান ও সুন্নাহ্ পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না। সকল ধর্মের শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

৮. স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার কল্যাণ: জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়ন এবং দেশের প্রতি ৬ হাজার মানুষের জন্য ১টি করে মোট ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়া হবে। আর্সেনিক সমস্যার সমাধানে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম নেয়া হবে।

৯. নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর অধিকার: জাতীয় সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন দ্বিগুণ অর্থাৎ ৬০-এ উন্নীত এবং সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। নারীর অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়নে নেয়া হবে নবতর পদক্ষেপ। নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১০. শ্রমিক ও শ্রমনীতি: শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, আই.এল.ও. কনভেনশন অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় শিল্প-কারখানা ছেড়ে দেয়ার নীতি অব্যাহত থাকবে। গার্মেন্টস শিল্পে উপর্যুপরি দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা: বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথকীকরণ, 'ন্যায়পাল' নিয়োগের উদ্যোগ কার্যকর এবং বিচার কাজ দ্রুত ও গতিশীল করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১২. স্থানীয় সরকার ও জনগণের ক্ষমতায়ন: ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে চারস্তর বিশিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়া হবে। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে সর্বাগ্রে জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন করা হবে। প্রতিটি ইউনিয়ন সদরকে স্থানীয় আর্থ-সামাজিক, প্রশাসনিক ও উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। সকল উপজেলা সদরকে পৌরসভায় রূপান্তরিত করে পূর্ণাঙ্গ শহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

১৩. যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো: সারা দেশে ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে। পদ্মা সেতুর নির্মাণসহ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার আরো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হবে। প্রতিটি উপজেলাকে ডিজিটাল টেলিফোন নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ বড় শহরগুলোর যানজট নিরসনে ফ্লাইওভার, আন্ডারপাস ও মনোরেল নির্মাণ করা হবে।

১৪. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ: প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিতরণে স্বচ্ছতা এনে লোড শেডিংয়ের কবল থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করা হবে। বঙ্গবন্ধু সেতুর ওপর দিয়ে দেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সকল এলাকায় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। গ্যাস ও খনিজ সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারে জাতীয় স্বার্থে পরিকল্পিত উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

১৫. গণপ্রচার মাধ্যম ও অবাধ তথ্য প্রবাহ: বেতার ও টেলিভিশনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের প্রণীত আইন কার্যকর করা হবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখা হবে।

১৬. পরিবেশ ও পানি সম্পদ: পানি সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহার, নদীর ভাঙন রোধ ও বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে পদক্ষেপ নেয়া হবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বন সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণকে উৎসাহিত করা হবে এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে পেট্রোল চালিত গাড়িতে সিএনজি গ্যাসের ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

১৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি: দেশে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির গবেষণাকে যুগোপযোগী করা এবং বিজ্ঞান চর্চায় বিশ্বমান অর্জনের লক্ষ্যে মৌলিক গবেষণার সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হবে। কম্পিউটার শিক্ষার প্রসার, ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গরূপে চালু এবং তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে ইন্টারনেট পল্লী গড়ে তোলা হবে।

১৮. ক্রীড়া: খেলাধুলার মানোন্নয়নে পরিকল্পিত উদ্যোগ, ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

১৯. পশ্চাৎপদ অঞ্চল ও অনুন্নত সম্প্রদায়: দেশের প্রতিটি অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা হবে। উপজাতি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২০. প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা: উন্নত প্রশিক্ষণ, সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি দক্ষ, পেশাদার, নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

২১. পররাষ্ট্রনীতি: পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়'- এই নীতির অনুসরণ অব্যাহত থাকবে। ভারতের সঙ্গে পারস্পারিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সীমান্ত সমস্যার সমাধান করা হবে। জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

উন্নয়নের শপথ নিন

নৌকায় ভোট দিন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি কর্তৃক প্রচারিত